যুগান্তর

তারিখ ... 4 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ...

পাঠকক্ষ ও আসন সংকট জাতীয় গণগ্রন্থাগারে

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে প্রতিনিয়ত বাড়ছে পাঠক সংখ্যা। কিন্তু সেভাবে বাড়ছে না পাঠকক্ষ ও পর্যাপ্ত আসন সংখ্যা। ফলে পাঠকক্ষ ও আসন সংকটের কারণে কেউ কেউ পাঠাগারে আসা ছেড়ে দিচ্ছেন। তবুও পাঠক সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পাঠকক্ষ ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি না করে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান পাঠকক্ষের আসন ঘন করে রেখেছে। এতে কক্ষগুলোতে পড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আবার কখনও কখনও আসন নিয়ে কথা কাটাকাটি এমনকি মারামারিও লেগে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এমতাবস্থায় পাঠকক্ষগুলোতে আসন ও কক্ষ বৃদ্ধি করতে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার দাবি করছেন পাঠক এবং গণগন্থাগারের দায়িত্বরত ব্যক্তিরা।

সরেজমিন দেখা যায়, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারটির প্রবেশের মূল গেট থেকে পাঠকক্ষ পর্যন্ত দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন পাঠকরা। কেউ কেউ আগে আসন গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করছেন। কক্ষের ভেতর দেখা যায় নির্ধারিত আসনগুলোকে ঘন করে বসিয়ে নতুন চেয়ার টেবিল বসানো হয়েছে। প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়া অতিরিক্ত পাঠককে জায়গা দেয়ার জন্য। এতে কেউ আস্তে শব্দ করলে কিংবা বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দে পাশের আসনে বসা পাঠকের পড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। আবার কখনও কখনও পাঠক বই-খাতা রেখে জরুরি কাজ কিংবা ওয়াশরুমে গেলে অন্যজন এসে তার আসনটি দখল করে নেয়। পরে এটি নিয়ে শুরু হয় কথাকাটাকাটি। কখনও কখনও বাকবিতণ্ডা এবং মারামারির ঘটনাও ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গণপাঠাগারে পড়তে আসা পাঠকের মধ্যে ৯০ শতাংশ পাঠকই বিসিএস প্রস্তুতি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে মূলত পাঠাগারে পড়তে আসেন। তাই এদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরিতে টিকে গেলেও বেশির ভাগই বাদ পড়ে যান। তাই তারা পুনরায় মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুতি নিতে পাঠাগারে পড়তে থাকেন। চাকরি প্রার্থীরা ঘন্টার পর ঘন্টা পাঠাগারে পড়তে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ সারাদিন পাঠাগারে কাটিয়ে দেন প্রস্তুতিমূলক বই নিয়ে। ফলে নতুনদের পাঠাগারে পড়ার তেমন সুযোগ থাকে না বললেই চলে। আবার যারা শুধু বইপ্রেমী তারাও চাকরি প্রার্থীদের দৌরাত্ম্যে পাঠাগারে আসেন না। এলেও চাকরি প্রার্থীদের কারণে আসন না পেয়ে ফিরে যান অন্যত্র। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুম হওয়ায় শিশু পাঠক প্রায় কমে গেছে।

অরিয়ন গ্রুপে এক সপ্তাহ পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন মিজানুর রহমান। তিনি যুগান্তরকে বলেন, আগামী এক সপ্তাহ পর লিখিত পরীক্ষা। তাই এ কয়েক দিন এমসিকিউর জন্য গাইডগুলো দেখব। প্রতিদিন সকালে আসতে হয়। তারপরও আসন পেতে কষ্ট হয়। আসন সংকট হওয়ায় লাইনে দাঁড়িয়েও অনেক সময় পাঠকক্ষে গিয়ে আসন পাওয়া যায় না।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার সূত্রে জানা যায়, পাঠকদের জন্য সাধারণ কক্ষ, বিজ্ঞান কক্ষ, শিশু কক্ষ, রেফারেন্স কক্ষ এবং পত্র-পত্রিকা কক্ষসহ মোট ৫টি কক্ষে মাত্র ৬০০টি আসন রয়েছে, যা পাঠকদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এসব কক্ষে ছোট বড় গল্প, উপন্যাস, নাটক গান ও গবেষণামূলক বই এবং রাজধানী থেকে প্রকাশিত নতুন পুরাতন সব পত্রিকা ও দেশের সব লেখক এবং কবিদের বই নিয়ে ২ লক্ষাধিক বই রয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ পাঠককে দেখা যায় গল্প-উপন্যাস পড়া বাদ দিয়ে শুধু চাকরি সংক্রান্ত বই পড়ে। ফলে দেশের অগণিত লেখক ও কবিদের রচিত বই পঠিত হয় না। এজন্য বিভিন্ন লেখক ও কবিরা হতাশা প্রকাশ করছেন। সাংবাদিক ও ছড়াকার শাহেদ শফিক যুগান্তরকে বলেন, চাকরি প্রার্থীরা সারাদিন পাঠাগারে বসে প্রস্তুতি নেয়ায় সাধারণ পাঠকরা এবং বইপ্রেমীরা নতুন নতুন লেখক ও কবিদের বই পড়ার সুযোগ পায় না।

নিরাপত্তার কাজে ১৮ জন আনসার সদস্য ও সিসি ক্যামেরাবেষ্টিত সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারটি ৬টি বিভাগ নিয়ে মনোরম ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হলেও আসন ও কক্ষ সংকটের সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। গণগ্রন্থাগারটিতে ৬০ আসন বিশিষ্ট ও ১২৫ আসন বিশিষ্ট দুটি সেমিনার কক্ষ এবং কথাশিল্পী শওকত ওসমান অডিটোরিয়াম নামে ৫২৫ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম রয়েছে। এগুলোও পর্যাপ্ত নয় বলে জানান ব্যবহারকারীরা। সেমিনার ও অডিটোরিয়ামের আসনগুলো পুরনো হওয়ায় সংস্কার প্রয়োজন। গ্রন্থাগারটিতে পাঠকদের সুবিধার্থে একটি ভাত ও কফি খাওয়ার ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে। সেখানেও ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। ক্যান্টিনে দাম ও সময় সংক্রান্ত কোনো তালিকা পাওয়া যায়নি। যে কারণে অপরিচিতদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম রাখা, কখনও কখনও অন্যান্য খাবার থাকলেও ক্রেতাদের কাছে শুধু একটি তরকারি আছে বলে ওই তরকারি খেতে বাধ্য করা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ করছেন পাঠকরা।

এসব বিষয়ে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের মহাপরিচালক আশীষ কুমার সরকার যুগান্তরকে বলেন, আসন ও কক্ষ সংকট নিরসনে সরকার ১৩ তলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে এটির প্রাথমিক নকশা প্রণয়নের কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। আগামী বুধবার এ বিষয়ে সচিবালয়ে বৈঠকের পর চূড়ান্ত কাজ শুরু হবে। ক্যান্টিনের বিষয়ে কোনো অভিযোগ পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।